হরাদিত্যের বোস বাড়িতে সিংহবাহিনী চতুর্ভূজার পুজো

অভিজিৎ মুখার্জী, আরামবাগ ঃ হুগলি জেলার আরামবাগ ব্লকের হরিণখোলা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হরাদিত্য গ্রামের বোস বাড়ির দুর্গাপুজো এলাকায় একটি অন্যমাত্রা এনে দেয়। এখানে সিংহবাহিনী দুর্গার পুজো হয়ে থাকে। এই প্রতিমার বিশেষত্ব এখানে দেবী দশভূজার পরিবর্তে চতুর্ভূজা। এখানে সরস্বতী এবং লক্ষীর বাহন হাঁস ও পেঁচা থাকে না। এই পরিবারের সদস্য পুলককান্তি বোস জানান, ১৯৪৯ সালে মল্লিকবাড়ির জমিদার এই পুজো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর এই পরিবারেরই পূর্বপুরুষ হরিসাধন বোস পুজোটি পুনরায় চালু করেন। এই পুজো এবছর ৭১ বছরে পদার্পন করেছে। আগে মল্লিক বাড়িতে এই পুজো হতো। এখন বোসবাড়িতে এই পুজো হয়। প্রথমে সিংহবাহিনীদেবীর পুজো হত একটি মাটির বাড়িতে। ২৫ বছর আগে সেই মাটির বাড়ি ভেঙে পাকার দেওয়াল ও টিনের ছাউনিসহ নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়। সেই বাড়ি এখনও রয়ে গেছে। জন্মাষ্টমীর দিন নির্দিষ্ট পুকুর থেকে প্রতিমা নির্মাণের জন্য মাটি তোলা হয়। তারপর দিন থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। পঞ্চমী থেকে পুজো শুরু হয়। কিন্তু এখানে পিতলের একটি ছোট সিংহবাহিনী মূর্তি আছে। তার নিত্যসেবা করে বোস পরিবার। এই পুজোর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল, এখানে পুজো উপলক্ষ্যে যতগুলি পাঁঠা বলি হয় তাদের রক্ত ও মাংস পিণ্ড একটি মাটির সরা করে দুর্গামায়ের পায়ের কাছে রাখা হয় এবং এই ওই মাটির সরাটি নবমীর রাতে গভীর অন্ধকারে ঢাকঢোল বাজিয়ে কোনও আলো ছাড়াই নির্দিষ্ট পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। প্রবাদ আছে, এইগুলি নাকি ডাকিনি যোগিনী ও ভূত প্রেত্নিরা খেয়ে নেয়। সপ্তমীর দিন পুজোর সময় একটি পাঁঠা বলি হয়। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মিশকালো পাঁঠা বলি হয়। নবমীর দিন মানত করা পাঁঠা বলি হয়, তার সঙ্গে ছাঁচকুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া হয়। এছাড়াও সন্ধিক্ষণে ১০৪টি ধান তৈরি করে মালা পরানো হয় দেবী দুর্গাকে। বংশপরম্পরায় এই বাড়ির প্রতিমা তৈরি করে আসছেন হরাদিত্যের শঙ্কর সাঁতরা। অনাদিকে গোঘাট থানার পাতুলসাঁড়া এলাকার পঙ্কজ ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ হিসাবে এই পুজো করে আসছেন। পুজোর দিন দুর্গামাকে রূপোর মুকুট পরানো হয়। তার সাথে আরও নানান অলঙ্কারে দেবীমূর্তিকে সুসজ্জিত করা হয়।

২৮৫ বছরের শেওড়াফুলির রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেওড়াফুলি ঃ মহালয়ার ছয়দিন আগেই কৃষ্ণনবম্যাদি তিথিতেই সর্বমঙ্গলা মায়ের বোধন হয়ে গেল সাড়াফুলির (শেওড়াফুলি) রাজবাড়িতে। আজ থেকে ২৮৫ বছর আগে এই পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন রাজা মনোহর রায়। সেই থেকেই নিয়ম মেনে চলে আসছে মায়ের পুজো। এবিষয়ে শেওড়াফুলি রাজবাড়ির বর্তমান বংশধর আশীষ ঘোষ বলেন, প্রজাদের জন্য বর্ধমানে পুষ্করিণী খোঁড়ার সময় স্বপ্নাদেশ পান রাজা মনোহর রায়। সেই মত মাটির তলা থেকে পাওয়া অষ্টধাতুর সর্বমঙ্গলা মায়ের পুজো এই রাজবাড়িতে হয়ে আসছে। তিনি বলেন, আগে তোপধ্বনি দিয়ে পুজোর সূচনা হত। প্রতিদিন কয়েক মন চালের নৈবেদ্য দেওয়া হত। বিসর্জনের দিন নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হত। কিন্তু বর্তমানে রাজবাড়ির সেই আর্থিক সংগতি না থাকায় তোপধ্বনি যেমন হয় না, তেমনই মাত্র কয়েক কেজি চালের নৈবেদ্য হয়। আর বর্তমানে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতেই পাওয়া যায় না বা বন্যপ্রাণী আইনে এই পাখি ধরা যায় না। তাই আজ পাখি ওড়ানোর রেওয়াজ উঠে গেছে। তবে আশীষবাবুর দাবি, আর্থিক দিকে ভাটা পড়লেও পুজোর নিয়ম নিষ্ঠায় কোনও ভাটা পড়েনি। এখনও বোধনের দিন থেকেই রাজবাড়ির পুজোয় এলাকা ও বাইরের বহু মানুষ আসেন। পাশাপাশি আশীষবাবু জানান, এখানে শুধু মাত্র অষ্টধাতুর সর্বমঙ্গলা মায়েরই পুজো হয়। ফলে এখানে মায়ের সাথে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকেন না। শুধুমাত্র কলা বৌ থাকে এবং দশমীতে সেই কলা বৌ-এর বিসর্জন হয়। অন্যদিকে রাজবাড়ির পুত্রবধূ তপতি ঘোষ বলেন, সারা বছর ধরে মায়ের নিত্যপুজো হলে বছরের এই সময়টার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করে থাকেন। তিনি বলেন, তাঁদের এটাই আনন্দ যে অন্যান্য রাজবাড়িতে মহালয়ার দিন মায়ের বোধন হলেও একমাত্র এখানেই ছয়দিন আগে মায়ের আগমন হয়। তিনি আরও বলেন, এই ১৫দিন তাঁরা ঠাকুরের ও ঠাকুর দেখতে আসা দর্শনার্থীদের সেবা করতেই ব্যস্ত থাকেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, কর্মসূত্রে সারা বছর বাড়ির সদস্যরা বাইরে থাকলেও এই সময় প্রত্যেকেই বাড়ি ফেরেন।

'রঙ মেলান্তি' অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ কয়েক মাস ধরে হুগলির আরামবাগসহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে 'রঙ মেলান্তি' সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল হুগলির আরামবাগ শহরের রামমোহন মঞ্চে। এখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা, হুগলি জেলার বিশিষ্ট শিল্প প্রশিক্ষক প্রদীপ প্রধান, শান্তিনিকেতনের চিত্র শিল্পের অধ্যাপক সুব্রত পাল, কবি দেবাংশু চক্রবর্তী, সংস্থার কর্ণধার সঞ্জীব চক্রবর্তী, নাট্যাভিনেতা পলাশ অধিকারী প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই সংগঠনের উদ্যোগে হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এই পাঁচ জেলার মোট ২০টি জায়গায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি জেলা থেকে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার প্রতিযোগী এবার অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে সেরা মোট ৩২১জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তিনটি গ্রুপের প্রথম থেকে সপ্তম স্থানাধিকারীদের বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। 'এ' গ্রুপে প্রথম তিন স্থানাধিকারী হল তিয়াস দাস, প্রীতি মণ্ডল, সৌমিয়া বিশ্বাস। 'বি' গ্রুপে প্রথম তিন স্থানাধিকারী হল সম্পূর্ণা নন্দী, অরিত্র বারিক ও স্বপ্না ঘোষ এবং 'সি' গ্রুপের প্রথম তিনজন হল শুভদীপ নন্দী, স্বাগতা পাল কুণ্ডু, মইউদ্দিন হোসাই।

গোঘাটে একরাতে চারটি গোরু চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমায় বিভিন্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে গোরু চুরির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে গোঘাটের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝেই গোবন্ধ চুরির ঘটনা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন চাষি পরিবারের মানুষজন। সোমবার রাতে গোঘাটের ভাদুর অঞ্চলের কুলকি গ্রাম থেকে চারটি গোরু চুরি হয়ে গেল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের বাসিন্দা সৌমেন দে-র বাড়ির সামনের গোয়াল থেকেচুরি গেছে দুটি চাষের গোরু। যার মূল্য প্রায় ৯লক্ষাধিক টাকা। সৌমেন দে জানান, প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতেও তাঁরা গোয়ালে তালা দিয়ে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকালে উঠে দেখেন গোয়াল ঘরের দুটি তালা ভাঙা এবং গোরু দুটি নেই। অন্যদিকে এদিন রাতেই ওই গ্রামেরই খ্যাপা পালুই -এর গোয়াল থেকেও তালা ভেঙে দুটি গোরু চুরি গেছে।

মাঝে মাঝেই এধরনের গোরু চুরির ঘটনায় চাষিরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাঁরা কিভাবে এই গোরু চুরির হাত থেকে রেহাই পাবেন তা নিয়ে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

কামারপুকুরে খরচ বাঁচিয়ে বাচ্চাদের নতুন জামা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির 'কামারপুকুর আমার শহর' ফেসবুক পেজ ও উইংস গ্রুপের উদ্যোগে কামারপুকুরের শ্রীপুর, দশঘরা, সিনেমাতলা, বেলেপাড়া, রাঙামাটি ও তাজপুর এলাকার মোট ১৪০জন বাচ্চাকে নতুন জামা উপহার দেওয়া হল। মূলত হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তৈরি উইংস গ্রুপের সঙ্গে গ্রুপের পক্ষ থেকে সৌমিক লাহা বলেন, বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরা আনন্দিত। সকলের সাহায্য ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না। পুজোয় সবাই নতুন জামা পরে আনন্দ করতে পারবে। এছাড়া বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য ভবিষ্যতে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।

শ্রীরামপুরে শান্তির বার্তা দিতে বৌদ্ধমন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ বর্তমানে সমগ্র দেশে একটা অশান্তির বাতাবরণ চলছে। তাই সকলকে শান্তির বার্তা দিতে এবারে বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে হুগলির শ্রীরামপুর ৫ ও ৬ এর পাব্লী গোষ্ঠী ব্যবসায়ী সমিতিতে। মূলত ফাইবার দিয়েই এই থিম তৈরি হচ্ছে। প্রায় ৩৫ ফুট উঁচু মণ্ডপের চূড়ায় বসছে প্রায় তিরিশ ফুটের বিশাল গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। পুজো কমিটির সভাপতি সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে বিগত কয়েক বছরে এই পুজো শ্রীরামপুর শহরে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। হাতেও আর বেশি সময় নেই তাই জোর কদমে চলছে কাজ। কমিটির সম্পাদক সন্তোষ সিং জানান, সকলকে শান্তির বার্তা দিতেই আমরা এবারে বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছি।

চন্দননগরে শিব মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগরে মহালয়ার পুণ্যতিথিতে চারটি শিব মন্দিরের নতুন করে সংস্কারণ করে শুভ উদ্বোধন হল। এদিন সকালে এই চারটি মন্দিরে তারকেশ্বরের পুরোহিতদের দিয়ে মহাপুজো, হোম, যজ্ঞ করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে এই চারটি শিব মন্দিরের নতুন করে সংস্কার করেন এলাকার বাসিন্দা রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রধানশিক্ষকের উদ্যোগে স্কুলে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ স্কুলে খুদে পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রধানশিক্ষক নিজেই স্কুলের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করলেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে, নিজস্ব উদ্যোগে স্কুলে নিয়ে এলেন ওই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। ঘটনাটি ঘটেছে, হুগলির পুরশুড়ার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। জানা গেছে, স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিপ্লব কুমার সামন্ত হরিপালের একটি বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে ওই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য, শুধু এবারই এধরনের ব্যবস্থা নয়, দীর্ঘদিন ধরেই প্রধানশিক্ষক এই স্কুলের পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের উন্নতির জন্য নানারকমের ব্যবস্থা করে এসেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হল ক্লাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের উপর নজরদারি রাখার জন্য সিসি টিভির ব্যবস্থা করা, মিড ডে মিলের রান্নার জন্য স্কুলের ছাদেই বাগান তৈরি করা, খুদে পড়ুয়াদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য স্কুলেই কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এবিষয়ে প্রধানশিক্ষক বিপ্লব কুমার সামন্ত বলেন, শুধুমাত্র পড়াশোনার উন্নতি ঘটালেই চলবে না। পাশাপাশি দেখতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা কখনও বিঘ্নিত না হয়। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগে সরকারি স্কুলগুলিতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেগুলির বেশিরভাগই অকেজো হয়ে আছে। স্কুলের মধ্যে ছোটখাটো কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও তা কাজে আসবে না। তাই এদিকটার কথা মাথায় রেখেই স্কুলের প্রধানশিক্ষক এই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন।

শব্দবাজি উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বেআইনিভাবে শব্দবাজি কিনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম অমল দোলুই। বাড়ি হুগলির খানাকুলের হানুয়া গ্রামে। সোমবার সন্ধ্যায় তাকে খানাকুলেরই নতিবপুর ফেরিঘাট এলাকায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অমল একটি রিক্সা ভ্যানে করে ৮৪ কেজি শব্দবাজি নিয়ে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হানা দেয়। এরপরেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তখনই তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ৮৪ কেজি শব্দবাজি উদ্ধার হয়। এছাড়াও তার সঙ্গে থাকা রিক্সাভ্যানটি আটক করা হয়েছে।

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, অভিযুক্ত বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে পুলিশ আটক করল এক বৃদ্ধকে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের বড়ডাঙ্গল এলাকায়। জানা গেছে, ওই বৃদ্ধের বাড়ি ওই এলাকাতেই। তার একটি চায়ের দোকান আছে। এদিন ওই দোকানে সে চা বিক্রি করছিল। তখনই স্থানীয় রমানাথ ইন্সটিটিউশন ছাত্রছাত্রীদের ছুটি হয়। বাড়ি ফিরছিল স্থানীয় বসন্তবাটী গ্রামের বাসিন্দা তথা ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী। ওই বৃদ্ধ ছাত্রীটিকে চায়ের দোকানে ডাকে। এরপর তার শ্লীলতাহানি করে। তখন ওই ছাত্রী জোরে চিৎকার করলে এলাকার মানুষ ছুটে গিয়ে ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি মারধর করে ওই বৃদ্ধকে। খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। পুলিশ পৌঁছে ওই বৃদ্ধকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ মঙ্গলবার সকালে হুগলির চুঁচুড়া শহরের পুজা মণ্ডপগুলি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ও চুঁচুড়া থানার আই সি এবং পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। কারবালার একটি মণ্ডপ কাল্পনিক মন্দির যার দর্শন করতে হলে দর্শকদের উঠতে হবে কুড়ি ফুট উচ্চতায়। সেই মণ্ডপের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন পিডব্লুডির অনুমতি নিতে।

চোলাই মদ বিক্রি, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বেআইনিভাবে চোলাই মদ বিক্রির অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল দুই ব্যক্তিকে। ধৃতরা হল বেচারাম মাজি ও ভজহরি মেটে। বাড়ি হুগলির খানাকুলের ঠাকুররানীচক গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছরা চৌমাথায়। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই তারা এলাকাতে চোলাই মদ বিক্রি করত। এনিয়ে এলাকার মানুষ বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সোমবার রাতেও এলাকায় চোলাই মদ বিক্রি করছিল তারা। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হানা দেয়। গ্রেফতার করে ওই দুজনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাদের কাছ থেকে ৪০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার হয়েছে।

কামারপুকুর পঞ্চায়েতকে শববাহী গাড়ি উপহার বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকায় প্রায় ৭লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাতানুকুল শববাহী গাড়ি উপহার দিলেন কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে। জানা গেছে, এই শববাহী গাড়িটি এই পঞ্চায়েতের দ্বারা পরিচালিত হবে। মঙ্গলবার তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধন করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী জাতবেদানন্দ মহারাজ। পুজোপাঠের পর বিধায়ক ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপন মণ্ডল ছাড়াও গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা কাটারি, সহসভাপতি প্রভাত ব্যানার্জী, গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, প্রাক্তন সভাপতি মৃণালকান্তি আল, যুবনেতা প্রদীপ রায়, মকবুল হোসেন, সুজিৎ সেন, তৃণমূল নেতা আতাউল হক প্রমুখ। বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, যেহেতু কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিবিজড়িত পঞ্চায়েতে সেই কারণে এর গুরুত্ব আলাদা। আগামী দিনে এটি পৌরসভা হতে চলেছে। এব্যাপারে বিধানসভায় প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আশা করি, নতুন পৌরসভা ঘোষণা হলেই কামারপুকুরের নাম থাকবে। কিন্তু পৌরসভা তৈরির আগে পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। তাই এই বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে কামারপুকুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। কারণ কলকাতা থেকে মৃত ব্যক্তিকে আনতে হলে খোলা ট্রাকে আনতে হতো। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কামারপুকুর পঞ্চায়েতকে এই শববাহী গাড়ি জনস্বার্থে দেওয়া হল। অন্যদিকে কামারপুকুর পঞ্চায়েত প্রধান তপন মণ্ডল বলেন, মা-মাটি-সরকারের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিন রাত পরিশ্রম করে মানুষকে যে পরিষেবা দেন আমরাও তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কাজ করে চলেছি। আগামী দিনে মানুষকে ভালো কাজ করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নস্কর, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।